



## ► Implementation of a Pilot of an Employment Injury Scheme (EIS) in Bangladesh

An Employment Injury scheme (EIS) is a social protection system which includes compensation by in-kind benefits for medical treatment and rehabilitation services, and in-cash benefits for income loss caused by occupational injuries and diseases. In a broad sense, workplace accidents are inevitable in an industrialized system and employees should be compensated regardless of who bears the responsibility. Hence the expenditure for industrial accidents should be considered as a part of production cost.

The ILO is advocating for a national EIS in Bangladesh which will protect employers from reputational risk and catastrophic loss arising from industrial accidents, and provide a safety net for those injured in the workplace, as well as the dependents of deceased workers.

This fact sheet provides information on the features and benefits of EIS.

### Features of EIS

- Generally an EIS covers three aspects namely prevention, rehabilitation and compensation. In most countries, such a scheme starts with the establishment of compensation services.
  - EIS is not a general health insurance. It is related to only workplace accidents or workplace related illnesses.
  - A national EIS, at an initial stage, is implemented in relatively structured sectors and over the years expanded in all formal and informal sectors.
  - The ready-made garment (RMG) industry in Bangladesh is a source of livelihood for four million workers. Therefore, implementing a pilot EIS in the RMG sector is considered to be most appropriate and feasible for the country.
  - EIS is not a private insurance. An autonomous organization or state run organization manages the scheme under the supervision of a tripartite governing body comprising of government, employer and worker representatives.
  - Benefits to employees who suffer from industrial injuries or diseases would be paid for by this
- Prevention



scheme, regardless of the negligence of their employers.
- Rehabilitation


  - Employees are compensated by EIS on the condition that they give up compensation related litigations, whereas employers are required to pay contributions to the EIS.
- Compensation


  - The no-fault liability under EIS is much more efficient in terms of time and cost compared to the judicial system which focuses on determining who is responsible for the accidents.
  - It is proposed that in Bangladesh, employer contribution to the EIS fund would be around 0.33% of the wages of individual workers in the RMG and textile industry. In this case, if a worker earns Tk 10,000 (USD 110)/month, the employer would contribute Tk 33 (USD 0.36)/month to the EIS scheme. This amount will not be deducted from the employees' wages.
  - EIS involves long-term periodical payments instead of lump sum settlement for economic loss.
  - EIS offers a 'return to work objective' and a rehabilitation component.

## ► Benefits of EIS



**Workers** would benefit from an EIS by receiving timely and appropriate protection against financial consequences of employment injuries.

- Vocational rehabilitation programmes would reintegrate workers who have been disabled due to work related injuries or illnesses in their previous jobs or in suitable alternative occupations.
- Permanently disabled workers would receive compensation for the loss of earnings over their lifetime; dependents of deceased workers would also receive compensation. Cash compensation can be up to 60% of the last wage of a worker. This means if a permanent totally disabled worker's wage before an occupational injury or disease was Tk 10,000 (USD 110)/month, he/she will receive Tk 6,000 (USD 66)/month with periodic indexation for the rest of his/her life.
- Under an EIS, each registered worker would hold a bank account and upon approval of claim, payment would be made to the claimant's bank account or through mobile banking. This would save a permanently disabled worker from the hassle of travel to collect periodic payments.
- An EIS would provide better access to medical and allied care over the lifetime of severely injured workers.



**Brands and buyers** will not be held responsible for compensation of workers injured in factories they source from.

- For brands and buyers, Bangladesh will become a more attractive sourcing destination.



**Government** would be able to ensure the protection of the country's workforce and rehabilitation of the workers with disabilities by establishing a national EIS.

- EIS contributes to overall health and well-being of the population.
- EIS helps to achieve economic and social stability.



**Employers** would benefit from an EIS by receiving protection against financial consequences of workplace accidents and diseases through collective risk pooling.

- As the cost for compensation and rehabilitation is borne collectively by employers, the burden on individual employers is alleviated under an EIS scheme.
- Employers would be relieved from administrative liabilities for ensuring medical care and compensation for the injured.
- Due to provision of rehabilitation service under an EIS, employers would be able to retain skilled workers returning from their injury and they would be motivated to invest in occupational safety and health (OSH). This would ultimately contribute to a nation's sustainable economic development.
- Employers in Bangladesh would get competitive advantage as almost all other countries exporting ready-made garment (RMG) and textile products already have a fully operational EIS.

- Enquiries
- Information
- Resources



[dhaka@ilo.org](mailto:dhaka@ilo.org)



[www.ilo.org/bangladesh](http://www.ilo.org/bangladesh)



facebook @ilobangladesh



twitter @ilobangladesh



YouTube ILO TV Bangladesh

Supported by:



Kingdom of the Netherlands



## ► কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা

কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ স্কিম (ইআইএস) একটি সামাজিক সুরক্ষা পদ্ধতি যার আওতায় পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতায় ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেবা দেয়ার পাশাপাশি আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। কর্মক্ষেত্রে বিশেষত কলকারখানায় যেকোনো সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এসব দুর্ঘটনার জন্য যেই দায়ী হোক না কেন হতাহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ পাওয়া তার অধিকার। তাই কলকারখানায় যেসব দুর্ঘটনা ঘটে তা উৎপাদন ব্যয়ের অংশ হিসেবে ধরা উচিত।

একটি জাতীয় ইআইএস দেশটির সামাজিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করে। আইএলও বাংলাদেশ সরকারকে একটি জাতীয় ইআইএস এর খসড়া তৈরিতে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। কলকারখানায় বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলে এই স্কিম হতাহত শ্রমিক ও তাদের উপর নির্ভরশীলদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে, মালিককে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করবে এবং মালিকের সুনাম নষ্ট হবার ঝুঁকি কমাতে।

এই প্রকাশনাটিতে ইআইএস এর বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।

### ইআইএস এর বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- ইআইএস এর তিনটি মূল স্তম্ভ হলো প্রতিরোধ, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ। অধিকাংশ দেশে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা স্থাপনের মাধ্যমে ইআইএস শুরু করা হয়।
- ইআইএস প্রচলিত স্বাস্থ্য বীমা নয়। এটি শুধুমাত্র পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতার ক্ষেত্রে সুরক্ষা প্রদান করে।
- প্রাথমিক অবস্থায় জাতীয় ইআইএস তুলনামূলকভাবে সুসংগঠিত/কাঠামোবদ্ধ শিল্পখাতে চালু করা হয়। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্পখাতেও এই স্কিম সম্প্রসারণ করা হয়।
- তৈরি পোশাক শিল্প বাংলাদেশের প্রায় চল্লিশ লাখ শ্রমিকের জীবিকার সংস্থান করে। একারণে এদেশে একটি পাইলট ইআইএস বাস্তবায়নের জন্য এই খাতটিকে সবচেয়ে উপযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- ইআইএস কোনো বেসরকারী বীমা নয়। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত কোনো প্রতিষ্ঠান এই স্কিমটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে এবং সরকার, মালিকপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ত্রিপাক্ষিক পরিচালনা পর্ষদ এর তত্ত্বাবধান করে।
- পেশাগত দুর্ঘটনা পরবর্তী দায়িত্ব পালনে কোনো মালিক ব্যর্থ হলেও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ইআইএস স্কিম এ আওতাভুক্ত সুবিধা পাবেন।

#### প্রতিরোধ



- ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত মামলা পরিহার করা হবে এই শর্তে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের ইআইএস থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মালিকপক্ষকেও বাধ্যতামূলকভাবে নির্ধারিত অর্থ ইআইএস এর তহবিলে নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে।
- ইআইএস "নো ফল্ট" (দায়মুক্ত) নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতিটি কার্যকর কারণ আইনি ব্যবস্থায় দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে অনেক অর্থ ও সময় ব্যয় হয়।
- আইএলও প্রস্তাব করেছে যে, বাংলাদেশে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের মালিকদের ইআইএস এর তহবিলে তাদের প্রতি শ্রমিকের বেতনের প্রায় ০.৩৩ শতাংশ জমা দিতে হবে। অর্থাৎ, কোনো শ্রমিকের মাসিক বেতন যদি ১০,০০০ টাকা (১১০ মার্কিন ডলার) হয়, তবে মালিক সেই শ্রমিকের জন্য প্রতি মাসে মাত্র ৩৩ টাকা (০.৩৬ মার্কিন ডলার) ইআইএস এর তহবিলে প্রদান করবেন। তবে উল্লেখ্য যে, এই ৩৩ টাকা শ্রমিকের বেতন থেকে কেটে নেয়া যাবে না।
- ইআইএস এর তহবিল থেকে পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে হওয়া আর্থিক ক্ষতির জন্য কোনো প্রকার থোক অর্থ দেয়া হয় না। পরিবর্তে দীর্ঘমেয়াদী কিস্তি ভিত্তিক টাকা দেয়া হয়।
- পেশাগত দুর্ঘটনার ফলে আহত বা প্রতিবন্ধী শ্রমিকের পুনর্বাসন এবং কাজে ফেরায় ইআইএস সহায়তা করে।

#### পুনর্বাসন



#### ক্ষতিপূরণ



# ▶ ইআইএস - চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা



**শ্রমিকরা** পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হলে তাদের জন্য সময়োপযোগী এবং পর্যাপ্ত সুরক্ষা নিশ্চিত করবে ইআইএস।



**সরকার** জাতীয় পর্যায়ে পেশাগত দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা (ইআইএস) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রমিকদের সুরক্ষা এবং আহত/প্রতিবন্ধী শ্রমিকদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে পারবে।

- পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে কোন শ্রমিক প্রতিবন্ধী হয়ে থাকলে ইআইএস এ অন্তর্ভুক্ত কারিগরি পুনর্বাসন কর্মসূচি তাকে পূর্ব পেশা কিংবা উপযুক্ত বিকল্প পেশায় কাজ করতে সাহায্য করবে।
- পেশাগত দুর্ঘটনা বা অসুস্থতার কারণে প্রতিবন্ধী হওয়া কোন শ্রমিক উপার্জনে অক্ষম হলে ইআইএস এর অধীনে তার বাকি জীবনের জন্য ক্ষতিপূরণ পাবেন। মৃত শ্রমিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যরাও ক্ষতিপূরণ পাবেন। এই আর্থিক সুবিধার পরিমাণ দুর্ঘটনার পূর্বে শ্রমিকের সর্বশেষ বেতনের ৬০% পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রতিবন্ধী হওয়ার পূর্বে কোনো শ্রমিকের বেতন যদি প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা হয়ে থাকে, তবে তিনি তার বাকি জীবনের জন্য প্রতি মাসে ৬,০০০ টাকা করে পাবেন।
- ইআইএস এ তালিকাভুক্ত প্রত্যেক শ্রমিকের একটি ব্যাংক একাউন্ট থাকবে এবং ক্ষতিপূরণের দাবি অনুমোদন হলে তার নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টে কিংবা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা হবে। এর ফলে প্রতিবন্ধী শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য অর্থ সংগ্রহের জন্য যাতায়াতের বিড়ম্বনা থেকে রেহাই পাবেন।
- ইআইএস গুরুতর আহত শ্রমিকের জন্য জীবনব্যাপী উন্নততর চিকিৎসা এবং সেবা নিশ্চিত করবে।

- ইআইএস জনগণের সার্বিক স্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে অবদান রাখবে।
- অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা অর্জনে ইআইএস সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।



**মালিকদের** পেশাগত দুর্ঘটনা ও অসুস্থতাজনিত আর্থিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দিবে জাতীয় ইআইএস।

- ইআইএস এর আওতায় ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসনের খরচ সকল মালিকরা সম্মিলিতভাবে বহন করবেন। এর ফলে এককভাবে কোন মালিককে ক্ষতিপূরণের দায়ভার নিতে হবে না।
- ইআইএস বাস্তবায়িত হলে মালিকপক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের চিকিৎসা এবং ক্ষতিপূরণ সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দায়ভার থেকে মুক্ত থাকবেন।
- ইআইএস এ পুনর্বাসন সেবা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মালিকরা আহত হওয়া দক্ষ শ্রমিকদের কাজে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হবেন এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য (OSH) সুরক্ষা নিশ্চিত উৎসাহী হবেন। এটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে টেকসই করতে ভূমিকা রাখবে।
- বাংলাদেশে ইআইএস বাস্তবায়িত হলে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলো আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাবে, কারণ তৈরি পোশাক ও টেক্সটাইল সামগ্রী রপ্তানিকারক অন্যান্য প্রায় সকল দেশেই ইআইএস রয়েছে।



**বহুজাতিক ব্র্যান্ড এবং ক্রেতা সংস্থা** যেসব কারখানা থেকে তৈরি পোশাক এবং টেক্সটাইল সামগ্রী আমদানি করে থাকে, সেখানে কর্মরত অবস্থায় কোনো শ্রমিক হতাহত হলে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য তারা দায়ী থাকবে না।

- এই সুবিধার ফলে বাংলাদেশ থেকে গণ্য আমদানি করতে ব্র্যান্ড এবং ক্রেতার অধিক আগ্রহী হবে।

- যোগাযোগ
- তথ্য
- প্রকাশনা



[dhaka@ilo.org](mailto:dhaka@ilo.org)



[www.ilo.org/bangladesh](http://www.ilo.org/bangladesh)



[facebook @ilobangladesh](https://www.facebook.com/ilobangladesh)



[twitter @ilobangladesh](https://twitter.com/ilobangladesh)



[YouTube ILO TV Bangladesh](https://www.youtube.com/ILOTVBangladesh)

সহযোগিতায়:



Kingdom of the Netherlands